بسم الله الرحمن الرحيم

জার্মানীর ফ্রাঙ্কফুর্ট-এ প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ২৯ মে, ২০১৫ মোতাবেক ২৯ হিজরত, ১৩৯৪ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

মহানবী (সা.) যখন বলেছেন, তোমাদের মাঝে নবুয়্যত ততদিন প্রতিষ্ঠিত থাকবে, যতদিন আল্লাহ্ চাইবেন। এরপর নবুয়্যতের পদ্ধতিতে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে। সেই খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে, যা নবীর রীতি-নীতির অনুসরণকারী হবে। এর মাঝে কোন ব্যক্তি-স্বার্থ থাকবে না। তা নবীর কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বৈশিষ্ট্য রাখবে। কিন্তু কিছুকাল পর এই খিলাফত, যা খিলাফতে রাশেদা, তার অবসান ঘটবে। এই নিয়ামত তোমাদের কাছ থেকে কেড়ে নেয়া হবে। এরপর এমন রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে, যা মানুষের জন্য যন্ত্রণাদায়ক হবে। এরপর এর চেয়েও অধিক কষ্টদায়ক স্বৈরাচারী শাসন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে। তখন আল্লাহ্ তা'লার করুণা পুনরায় উদ্বেলিত হবে, আর নবুয়্যতের পদ্ধতিতে আবার খিলাফত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে। **(মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৮৫, মুসনাদুন্ নু'মান বিন বশীর, হাদীস নং: ১৮৫৯৬, আলেমুল কুতুব, বৈরুত-১৯৯৮)**

ইসলামের ইতিহাসে আমরা দেখতে পাই, বিভিন্ন যুগে আগত মুসলমান রাষ্ট্র প্রধানরা যদিও খলীফা হওয়ার দাবি করে আর বলে বেড়ায়, তারা খলীফার মর্যাদা রাখে, কিন্তু তা সত্ত্বেও মহানবী (সা.)-এর তিরোধানের পর মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণী তাঁর প্রথম চারজন খলীফাকেই খোলাফায়ে রাশেদীনের মর্যাদা দিয়ে থাকে। তাঁদের যুগকেই খিলাফতে রাশেদার যুগ আখ্যায়িত করা হয়। অর্থাৎ সেই যুগ, যা হিদায়াতপ্রাপ্ত এবং হিদায়াত-প্রসারী যুগ ছিল, যারা নিজেদের ব্যবস্থাপনাকে সেভাবেই পরিচালনা করেছেন, যেভাবে তারা মহানবী (সা.)-কে পরিচালিত করতে দেখেছেন। কুরআনের শিক্ষামালা অনুসারেই এই ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করেছেন। বংশগত কোন রাজত্ব ছিল না, বরং মু'মিনদের জামা'তের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা তাঁদেরকে খিলাফতের চাদর পরিধান করিয়েছেন। কিন্তু তাদের ছাড়া বাকি খলীফারা পারিবারিক শাসন-ব্যবস্থাই বহাল রাখে, আর মহানবী (সা.)-এর এই ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণতা লাভ করে। প্রথম দু'টো ক্ষেত্রে এই ভবিষ্যদ্বাণী যেহেতু হুবহু পূর্ণ হয়েছে, তাই শেষ যে কথা তিনি বলেছেন, সেক্ষেত্রেও আমাদের মনিব হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কথাই সত্য প্রমাণিত হওয়া অবধারিত। মুসলমানদের এই বস্তুবাদিতা এবং অধঃপতিত অবস্থা দেখে সেই খোদা, যিনি মহানবী (সা.)-কে চিরন্তন শরীয়ত সহ পাঠিয়েছেন তাঁর করুণা-সিন্ধুতে ঢেউ উঠে আর নবুয়্যতের পদ্ধতিতে পৃথিবীতে তিনি পুনরায় খিলাফত প্রতিষ্ঠা করেন। আমরা আহমদীরা এই বিশ্বাস রাখি যে, মহানবী (সা.)-কে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অনুসারে আল্লাহ্ তা'লা নিজ করুণাকে উদ্বেলিত করেছেন। তাঁর করুণা জাগ্রত হয়েছে এবং আমাদের অভিভাবক ও মনিবের কথা পূর্ণ করে প্রতিশ্রুত মসীহ্ এবং মাহদীর মাধ্যমে

নবুয়্যতের ধারায় খিলাফত প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাঁকে যেখানে উম্মতি নবী হওয়ার মর্যাদা দিয়েছেন, সেখানে তাঁকে 'খাতামুল খোলাফা'র মর্যাদায়ও ভূষিত করেছেন। অর্থাৎ, এখন মহানবী (সা.)-এর খিলাফতের ধারা তাঁর (সা.) নিবেদিতপ্রাণ দাস এবং খাতামুল খোলাফার মাধ্যমেই সূচীত হবে। অতএব, আমরা সৌভাগ্যবান, কেননা, নবুয়্যতের ধারায় খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হওয়া সংক্রান্ত যে ভবিষ্যদ্বাণী মহানবী (সা.) আমাদের জন্য করে গেছেন, আমরা তা থেকে অংশ প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত। তিনি (সা.) সূরা জুমুআর আয়াত وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ (সূরা আল্-জুমুআঃ ৪)-এর ব্যাখ্যায়, পরবর্তীতে আগতদেরকে পূর্ববর্তীদের সাথে মিলিত করে দিয়েছিলেন, আর আমরা তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হয়েছি। তাঁর (সা.) যে প্রিয়ভাজন সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন, তিনি ঈমানকে সুরাইয়্যা নক্ষত্র থেকে পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনবেন। **(সহীহ্ বুখারী, কিতাবুত্ তফসীর, সূরা আল্-জুমুআ, বাব ক্বওলুহু ওয়া আখারীনা মিনহুম, হাদীস নম্বরঃ ৪৮৯৭)**

মহানবী (সা.) যে মসীহ্ ও মাহদীকে তাঁর সালাম পৌঁছানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন, আমাদেরকে তিনি (সা.) তাঁর সেই মসীহ্ মওউদ এর অনুসারীদেরই অন্তর্ভুক্ত করেছেন। **(মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৮২, মুসনাদ আবি হুরায়রাতা, হাদীস নম্বরঃ ৭৯৫৭, আলেমুল কুতুব, বৈরুত-১৯৯৮)**

আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে সেই দায়িত্ব পালনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার তৌফিক দিয়েছেন। আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মাধ্যমে তাঁর তিরোধানের পর চলমান খিলাফতের বয়আতে তাদেরকে অন্তর্ভুক্ত করে খোদা তা'লা আহমদীয়া জামা'তের সদস্যদের উপরও কৃপা করেছেন।

অতএব, খোদার এসব কৃপা প্রত্যেক আহমদীর কাছে এই দাবি করে যে, খোদার কৃতজ্ঞ বান্দা হয়ে নিজেদের ব্যবহারিক-জীবনে সেই পরিবর্তন সাধন করুন, যা খোদার প্রেরিত এই মহাপুরুষের অনুসারীদের জন্য অপরিহার্য, তবেই আপনারা দাবি পূরণে সক্ষম হবেন। ঈমানকে প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহদীর সুরাইয়্যা থেকে ধরাপৃষ্ঠে ফিরিয়ে আনার কথা এবং নিজ অনুসারীদের হৃদয়ও তাতে সমৃদ্ধ করার কথা। আর প্রত্যেক আহমদী নিশ্চয় এ কথার সাক্ষী যে, এ কাজ তিনি সফলভাবে সম্পাদন করে দেখিয়েছেন। কিন্তু সেই ঈমানকে প্রতিষ্ঠিত করা শুধু তাঁর জীবদ্দশা পর্যন্তই সীমিত ছিল না বা কয়েক দশক পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং মহানবী (সা.) নবুয়্যতের ধারায় খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবার শুভ সংবাদ দেওয়ার পর যখন নীরব হয়ে যান, সেক্ষেত্রে এর অর্থ হল, এই ঈমান স্বীয় সকল দীপ্তি ও মহিমার সাথে কিয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত থাকবে। আর প্রত্যেক সেই ব্যক্তি, যে নিজেকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বয়আতকারীদের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করে, তার জন্য অবশ্য-করণীয় হল সেই ঈমানকে হৃদয়ে ধারণ করে সর্বদা এর উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা। সেসব অনুসারীর জন্য অবশ্য-করণীয় হল, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর তিরোধানের পর তাঁর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত খিলাফত ব্যবস্থার সাথে সম্পৃক্ত হয়ে, সেই ঈমানের বিকাশস্থল হয়ে, একে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে প্রচার করা এবং তৌহিদকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করা। আমাদের মনিব ও নেতা, আমাদের অনুসরণীয় আদর্শ হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে আল্লাহ্

তা'লা এ কাজের জন্যই পাঠিয়েছেন। আর এ কাজের জন্য আল্লাহ্ তা'লা তাঁর (সা.) নিবেদিতপ্রাণ এবং নিষ্ঠাবান দাসকেও পাঠিয়েছেন। আর এ কাজ সম্পাদন করার জন্যই মহানবী (সা.) কিয়ামত পর্যন্ত এই খিলাফত প্রতিষ্ঠিত থাকার ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। আর এ কারণেই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) জামা'তকে এ পৃথিবী থেকে তাঁর বিদায়ের বেদনাদায়ক সংবাদের পাশাপাশি এ শুভ-সংবাদও দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, **"আদি থেকে আল্লাহ্ তা'লার এটিই রীতি যে, তিনি দু'টো কুদরত প্রদর্শন করেন, যেন বিরোধীদের দু'টো মিথ্যা উল্লাসকে পদদলিত করে দেখান। কাজেই, আল্লাহ্ তা'লা এখন তাঁর চিরন্তন রীতি পরিহার করবেন, এটি সম্ভব নয়।"** তিনি (আ.) বলেন, **"তোমাদের জন্য দ্বিতীয় কুদরত দেখাও আবশ্যক এবং তার আগমন তোমাদের জন্য শ্রেয়, কেননা তা স্থায়ী। এর ধারা কিয়ামত পর্যন্ত কর্তিত হবে না।"** **(আল্ ওসীয়্যত, রূহানী খাযায়েন, ২০তম খণ্ড, পৃঃ ৩০৫)**

অতএব, ঈমানকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর তিরোধানের পর এই দ্বিতীয়-কুদরতের বিকাশ ঘটিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লা চান না, ধর্ম-বিরোধীরা এই অজুহাতে উল্লসিত হোক যে, ধর্ম পুনরায় পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। শয়তান ধৃষ্টতার সাথে যাচ্ছে-তাই করে বেড়াক, তাও আল্লাহ্ তা'লা চান না। বিরোধীদের মিথ্যা উল্লাসকে আল্লাহ্ তা'লা অবশ্যই পদতলে পিষ্ট করবেন। তাই তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পর চলমান খিলাফত ব্যবস্থাপনাকে সাহায্যের মাধ্যমে ঈমানকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত রাখবেন। কিন্তু এই ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার দাবি যারা করে, তাদের উপরও আল্লাহ্ তা'লা এই দায়িত্ব ন্যস্ত করেছেন যে, **এই ঈমানকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য খিলাফতের সাহায্যকারী হোন, আর নিজেদের বয়আতের অঙ্গীকারকে** সমুন্নত রেখে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হোন যে, নিজেদের ঈমানেরও সুরক্ষা আমাদের করতে হবে আর অন্যদেরকেও ঈমানের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত করতে হবে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যেমনটি বলেছেন, 'আদি থেকে এটি খোদার রীতি বা সুন্নত যে, তিনি দু'টো কুদরত প্রদর্শন করেন'। আর আমরা সবাই ভালোভাবে জানি, এই দ্বিতীয়-কুদরত হল, খিলাফত ব্যবস্থা বা নিযামে খিলাফত। কাজেই, ধর্মের উন্নতির সাথে খিলাফত-ব্যবস্থার সুগভীর সম্পর্ক রয়েছে আর ইসলামী শরীয়তের এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। খিলাফত ছাড়া ধর্মের উন্নতি অসম্ভব। খিলাফত ছাড়া জামা'তের ঐক্য প্রতিষ্ঠিত থাকতেই পারে না। আর আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আমাদের মধ্য হতে প্রত্যেক সেই ব্যক্তি, যে খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত, সে এ কথা খুব ভালোভাবে জানে যে, জামা'তের মধ্যে খিলাফত-ব্যবস্থা চলমান থাকা ঈমানের অংশ, আর এ কথা তারাও জানত, যারা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর তিরোধানের পর নৈরাজ্যবাদীদের কথা প্রত্যাখ্যান করে জামা'ত এবং খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত থাকতে চাইতেন। তাদের জানা ছিল যে, আমাদের ঈমান প্রতিষ্ঠিত থাকতেই পারে না, যদি আমাদের মাঝে খিলাফত-ব্যবস্থা না থাকে। আমরা খোদার প্রতি এজন্য কৃতজ্ঞ যে, সেসব মানুষের কুরবানীর কারণে, তাদের ঈমানের দৃঢ়তার কারণে আজ আমাদের অনেকেই যারা সেসব বুযূর্গের পরবর্তী প্রজন্ম, খিলাফতের কল্যাণে কল্যাণমণ্ডিত হচ্ছে। এক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি চেষ্টা-সংগ্রাম এবং ত্যাগ-তিতিক্ষা স্বীকার করেছেন

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানীর উপর অপবাদ আরোপকারীরা অনেক বড় বড় অপবাদ আরোপ করেছে, কিন্তু খিলাফত-ব্যবস্থাকে রক্ষা করার জন্য তাঁর হৃদয়ের যে চিত্র ছিল, তার একটি চিত্র খলীফাতুল মসীহ্ সানীর ভাষায় আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাই। কেননা, এটিও ইতিহাসের অংশ, আর ফিতনা ও নৈরাজ্য থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ইতিহাসের উপরও আমাদের দৃষ্টি রাখা উচিত। একইভাবে, ঈমানের দৃঢ়তার জন্য এটি আবশ্যক, আর তা ঈমানের দৃঢ়তারও কারণ হয়।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) বলেন, যেখানে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) ইন্তেকাল করেছেন, অর্থাৎ যে ঘরে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন সেই ঘরের একটি কক্ষে মৌলভী মুহাম্মদ আলী সাহেবকে ডেকে আমি বলি, খিলাফত সংক্রান্ত এমন কোন বিতণ্ডায় লিপ্ত হবেন না যে, খিলাফত হওয়া উচিত কি উচিত নয়, আর নিজের চিন্তা-ভাবনা বা চিন্তা-ধারাকে শুধু এ কথার মাঝে সীমাবদ্ধ রাখুন যে, এমন খলীফা নির্বাচিত হওয়া উচিত, যার হাতে জামা'তের স্বার্থ সুরক্ষিত ও সংরক্ষিত থাকবে, আর ইসলামের উন্নতির জন্য চেষ্টা করতে যে সক্ষম হবে। কেননা, এমন বিষয়েই নিষ্পত্তি হতে পারে, যে ক্ষেত্রে কুরবানী করা সম্ভব। খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) বলেন, মৌলভী সাহেবকে আমি বললাম, ব্যক্তিগত আবেগ-অনুভূতির যতটুকু সম্পর্ক রয়েছে, আপনার খাতিরে আমি আমার আবেগ-অনুভূতিকে বিসর্জন দিতে পারি, কিন্তু নীতির প্রশ্ন যদি আসে, তাহলে সেখানে আমার সীমাবদ্ধতা থাকবে। কেননা, নীতি কোনভাবেই বিসর্জন দেয়া সঙ্গত নয়। আমাদের এবং আপনাদের মাঝে এটিই পার্থক্য, আমরা খিলাফতকে একটি ধর্মীয় বিষয় মনে করি, আর খিলাফতের অস্তিত্বকে আবশ্যকীয় জানি। কিন্তু আপনিও খিলাফতের অস্তিত্বকে অপ্রয়োজনীয় বা অবৈধ আখ্যা দিতে পারেন না। কেননা, এখনই এক খলীফার বয়আত হতে আপনারা মুক্তি পেয়েছেন। এর অর্থ হল, খলীফা আউয়ালের হাতে আপনারা বয়আত করেছিলেন, আর তাঁর ইন্তেকালের পরেই আপনারা স্বাধীন হয়েছেন, অর্থাৎ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) খলীফা হওয়ার পর এখন আপনারা বলছেন, আমাদের খিলাফতের আর কোন প্রয়োজন নেই, এখন আমরা খিলাফত হতে মুক্ত। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) তাকে বলেন, আপনারা ছয় বছর পর্যন্ত বয়আতভুক্ত ছিলেন, আর যা ছয় বছর পর্যন্ত বৈধ ছিল, তা ভবিষ্যতে অবৈধ হতে পারে না। আর যা খোদার নির্দেশ অনুযায়ী হয়, সেক্ষেত্রে তো অবৈধ হওয়ার প্রশ্নই উঠে না। আপনাদের এবং আমাদের অবস্থানের মাঝে এটিই পার্থক্য, আপনারা যদি নিজেদের দাবি পরিত্যাগ করেন, তাহলে আপনাদেরকে সেটিই অবলম্বন করতে হবে, যা আজ পর্যন্ত আপনারা অবলম্বন করেছেন, অর্থাৎ আপনারা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়ালের হাতে বয়আত করেছিলেন। কিন্তু আমরা যদি নিজেদের কথা ছেড়ে দেই, তাহলে আমাদেরকে তা ছাড়তে হবে, যা পরিত্যাগ করা আমাদের বিশ্বাস এবং ধর্মের পরিপন্থী এবং যার বিরুদ্ধে আমরা কখনো কোন কাজ করি নি। অতএব, সুবিচারের দাবি হল, আপনারা সে পথই অবলম্বন করুন, যা আজ পর্যন্ত আপনারা অনুসরণ করেছেন, আর আমাদেরকে আমাদের ধর্ম এবং নীতি বিরোধী কিছু করতে বাধ্য করবেন না। বাকী

থাকল এই প্রশ্ন যে, জামা'তের উন্নতি এবং ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য কে কল্যাণকর হতে পারে। কাজেই এর উত্তর হল, যে ব্যক্তি সম্পর্কে আপনারা একমত হবেন, [হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) মৌলভী মোহাম্মদ আলী সাহেবকে বলেন,] যে ব্যক্তি সম্পর্কে আপনারা মতৈক্যে পৌঁছবেন, তাকে আমরা খলীফা হিসেবে শিরোধার্য করব। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় জামা'তের সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণী চাইত, খিলাফত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হোক। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সুস্পষ্ট নির্দেশনা জামা'তের সামনে ছিল। এই বৈঠক যখন অস্বাভাবিক দীর্ঘ হয়, আর মৌলভী মোহাম্মদ আলী সাহেব নাছোড় মনোভাব দেখাতে থাকেন, তখন মানুষ কড়াঘাত করতে আরম্ভ করে, আর হৈ চৈ শুরু করে যে, তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্ত নিন, আর আমাদের বয়আত গ্রহণ করুন। যাহোক, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) বলেন, মৌলভী সাহেবকে আমি বললাম, আপনার সংশয় আমি দূর করেছি, তাই আপনার সামনে এখন এই প্রশ্ন উঠা উচিত নয় যে, খিলাফত হবে কি'না, বরং এই প্রশ্ন করা উচিত যে, খলীফা কে হবেন? তখন মৌলভী সাহেব বলেন, আপনি কেন এত জোর দিচ্ছেন, তা আমার জানা আছে, কারণ আপনি জানেন, খলীফা কে হবে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, কিন্তু আমি তাকে বললাম, কৈ আমি তো জানি না যে, খলীফা কে হবেন। খলীফা সানী (রা.) বলেন, আমি তার হাতে বয়আত করব, যাকে আপনারা নির্বাচন করবেন, (অর্থাৎ মৌলভী মোহাম্মদ আলী সাহেবকে তিনি বলেন)। আপনাদের নির্বাচিত ব্যক্তির হাতে আমি বয়আত করলে খিলাফতের সমর্থনকারীরা যেহেতু আমার কথা মানে, তাই বিরোধিতার কোন আশঙ্কাই নেই। কিন্তু মৌলভী সাহেব মানতে চান নি আর মানেনও নি। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আমি তাকে বললাম, আপনি যে আমার সম্পর্কে কু-ধারণা করে বেড়ান! কীভাবে আমার বক্ষ বিদীর্ণ করে আপনাকে আমি দেখাতে পারি, যেই কুরবানী আমার দ্বারা করা সম্ভব, আমি তা করার জন্য প্রস্তুত রয়েছি! এর কিছুক্ষণ পর এই দরজা যখন খোলা হয়, আর তারা বাহিরে আসেন, তখন মৌলভী মোহাম্মদ আহসান আমরোহী সাহেব হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী হিসেবে হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ সাহেবের নাম প্রস্তাব করেন, আর জামা'ত তাঁকে বয়আত নিতে বাধ্য করে। তিনি বার বার বলেন, আমার তো বয়আতের শব্দ বা বাক্যাবলিও মুখস্ত নেই। খুব সম্ভব মৌলভী সরোয়ার শাহ্ সাহেব বলেন, আমি পড়ে শুনাচ্ছি। আর এভাবে এই দ্বিতীয় কুদরত প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপটে নৈরাজ্যবাদীরা যেই নৈরাজ্য সৃষ্টির অপচেষ্টা করেছে, আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় রসূল (সা.)-এর কথা বাস্তবায়নের মাধ্যমে তাদেরকে ব্যর্থ করেছেন, আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর তিরোধানের পর দ্বিতীয়বার বা পুনরায় নবুয়্যতের ধারায় খিলাফত প্রতিষ্ঠিত করেন। আর যারা খিলাফত থেকে দূরে সরে যায়, তারা বড় বড় ধর্মীয় আলেমও ছিল, জাগতিক আলেমও ছিল, শিক্ষিতও ছিল, অভিজ্ঞও ছিল, সম্পদশালী এবং মর্যাদাবানও ছিল। আঞ্জুমানের পুরো ভাণ্ডারও তারা নিজেদের করতলগত করে রেখেছিল। এরপরও তারা ক্রমাগতভাবে ব্যর্থ হতে থাকে। মৌলভী সাহেব দ্বিতীয় খিলাফতের নির্বাচনের পর কেবল কাদিয়ানই পরিত্যাগ করেন নি, বরং এসব ব্যক্তি (যারা বয়আত করে নি) খিলাফত ব্যবস্থাকে ধ্বংস করার জন্য পরেও অনেক নৈরাজ্য

সৃষ্টি করেছে। কিন্তু সবসময় তাদেরকে ব্যর্থতার মুখই দেখতে হয়েছে। কেন? কারণ, খিলাফত ব্যবস্থাকে বহাল রাখার বিষয়ে আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি ছিল। এরা যখন সার্বিকভাবে ব্যর্থ হয়ে কাদিয়ান ছেড়ে চলে যাচ্ছিল, তখন ধন-ভাণ্ডারও সম্পূর্ণরূপে খালি রেখে যায়। যাওয়ার পথে তারা তা'লীমুল ইসলাম স্কুল ভবনের দিকে ইঙ্গিত করে বলে, **দশ বছর পার না হতেই এসব ভবনের নিয়ন্ত্রণ আর্য এবং খ্রিষ্টানদের হাতে চলে যাবে**। **(খুতবাতে মাহমুদ, ১৮তম খণ্ড, পৃ. ৭২-৭৫)**

খিলাফতের কল্যাণ এবং উন্নতিসমূহ

কিন্তু দেখুন! আল্লাহ্ তা'লা কীরূপ মহিমার সাথে স্বীয় প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন, কীভাবে স্বীয় রসূলের কথা পূর্ণ করেন, কত অসাধারণভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) প্রদত্ত শুভ-সংবাদকে কেবল পূর্ণই করেন না, বরং আজ পর্যন্ত প্রতিদিন প্রতিনিয়ত নিত্য-নতুন মহিমায় তা পূর্ণ করে চলছেন। তারা বলেছিল দশ বছরের কথা যে, দশ বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই আর্য এবং খ্রিষ্টানরা এগুলো করতলগত করে নিবে, কিন্তু খোদা তা'লার কাজের মহিমাই ভিন্ন। সেই দশ বছরও পার হয়ে গেছে, তদুপরি আরো কয়েক দশক কেটে গেছে, আর আজ সেই কথা বলার পর ১০১ বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে। আর চরম প্রতিকুলতা সত্ত্বেও কাদিয়ান কিন্তু শুধু উন্নতিই করছে না, এরমধ্যে দেশ বিভাগের ঘটনাও রয়েছে, যখন সেখান থেকে জামা'তকে হিজরত করতে হয় এবং মাত্র কয়েকশ' দরবেশকে সেখানে দরবেশী জীবন কাটানোর জন্য ছেড়ে দেয়া হয়। আর এখন তো কাদিয়ানে নিত্য-নতুন অত্যাধুনিক দালান বা ভবন নির্মিত হচ্ছে। একটি স্কুল অন্যদের নিয়ন্ত্রণে চলে যাওয়ার কথা তারা বলত, পক্ষান্তরে কয়েক কোটি রুপি ব্যয়ে নতুন স্কুল-ভবন নির্মিত হচ্ছে। তবলীগের কাজও সেখানে আল্লাহ্ তা'লার অপার কৃপায় অনেক ব্যাপকতা লাভ করেছে। আর কেবল কাদিয়ানেই নয়, বরং পৃথিবীর অনেক দেশেই আহমদীয়া খিলাফতের আওতাধীনে জামা'তের বিভিন্ন বহুতল ভবন এবং দালান-কোঠা আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য ও সমর্থনের স্বাক্ষর বহন করে চলছে। পৃথিবীর সব ধর্মের অনুসারীদের কাছে ইসলামের অনিন্দ্য-সুন্দর শিক্ষা পৌঁছে যাচ্ছে। অতএব, এই হল আহমদীয়া খিলাফতের সাথে আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য ও সমর্থন, যার দৃষ্টান্ত আমরা প্রত্যহ দেখছি।

জার্মানীও সেই কল্যাণরাজি থেকে বঞ্চিত নয়, যদ্বারা আহমদীয়া খিলাফতের সাথে সম্পৃক্তদেরকে আল্লাহ্ তা'লা ভূষিত করছেন। মাত্র কয়েক দিন পূর্বেই জার্মানী জামা'তের দু'টি অঙ্গ সংগঠন আনসারুল্লাহ্ এবং লাজনা ইমাইল্লাহ্ সম্মিলিতভাবে পাঁচতলা বিশিষ্ট একটি ভবন ক্রয় করেছে, যা সতের লক্ষ ইউরো ব্যয়ে ক্রয় করা হয়েছে। সেই ভাণ্ডার, যাতে খিলাফত বিরোধীরা এক রুপির চেয়েও কম কিছু পয়সা রেখে চলে গিয়েছিল আর ঠাট্টা করত যে, এখন দেখব, কীভাবে এই নিযাম বা ব্যবস্থাপনা চলে। আজ সেই খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত একটি দেশের দু'টি অঙ্গ সংগঠন পাঁচতলা বিশিষ্ট একটি বিশাল ভবন প্রায় ১৯ কোটি রুপিরও বেশি অর্থ ব্যয়ে ক্রয় করেছে। কাজেই, এটি খোদার কৃপা এবং আহমদীয়া খিলাফতের প্রতি তাঁর সমর্থন নয় তো আর কী? অপর দিকে, যারা খিলাফত থেকে পৃথক হয়ে গেছে, তাদের কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাও লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে। যখন

তারা বুঝতে পেরেছে, তখনও তাদের মাঝে থাকা পুণ্য প্রকৃতির মানুষ, আর আজও যখন তারা বা তাদের পরবর্তী প্রজন্ম এটি বুঝতে পারে, তখন তাদের মধ্যে হতেও মানুষ আহমদীয়া জামা'তে যোগ দিচ্ছে এবং খিলাফতের পতাকা-তলে আশ্রয় নিচ্ছে।

এছাড়া আজ সারা বিশ্বে ইসলামের তবলীগের কাজ আহমদীয়া খিলাফতের ব্যবস্থাপনার নেতৃত্বেই হচ্ছে। পৃথিবীতে যখন ইসলামের দুর্নাম করা হচ্ছে, তখন ইসলামের অনিন্দ্য-সুন্দর চিত্র একমাত্র আহমদীয়া জামা'তই তুলে ধরছে। আর এ কারণেই আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং আহমদীয়া খিলাফতের সত্যতা জগদ্বাসীর সামনে প্রমাণ করে দিচ্ছেন। কিছু কিছু ঘটনা বড়ই বিস্ময়কর হয়ে থাকে, আর আশ্চর্য হতে হয়, আল্লাহ্ তা'লা জামা'তের সত্যতা স্পষ্ট করার পাশাপাশি খিলাফতের প্রতি তাঁর সাহায্য ও সমর্থনের ধারা কীরূপ অবারিত, তা লোকদের অবহিত করছেন। আর আল্লাহ্ তা'লা কেবল আহমদীয়া জামা'তের সত্যতাই স্পষ্ট করে দেন নি, বরং খিলাফতের প্রতি তাঁর যে সাহায্য ও সমর্থন রয়েছে, তাও তিনি অন্যদেরকে দেখিয়ে থাকেন, আর এভাবে সৎপ্রকৃতির মানুষের বক্ষ উন্মোচিত করেন। এখানে এ রকম দু'একটি ঘটনা আমি আপনাদের সামনে উল্লেখ করছি।

আফ্রিকার একটি দেশ নাইজার। সেখানকার আমাদের মুবাল্লিগ লিখেছেন, নবাগত আহমদীদের একটি প্রশিক্ষণ কোর্সে দশ জন ইমামের পাশাপাশি ওগোনা (Ougna) নামক একটি গ্রামের চীফও যোগদান করেন। তাকে যখন জিজ্ঞাসা করা হয়, ইমাম সাহেবের পরিবর্তে আপনি নিজে কেন আসলেন? এই ক্লাস তো ইমামদের প্রশিক্ষণের জন্য। তখন তিনি বলেন, আমি জানি, এটি ইমামদের ক্লাস, কিন্তু গত রাতে আমি যখন আমাদের ইমাম সাহেবকে ক্লাসে অংশগ্রহণের বার্তা পাঠাই, তখন তিনি অংশগ্রহণে অস্বীকার করেন এবং বলেন, আমাকে শহরের সুন্নী উলামা, যারা ওহাবী ছিল, তারা বলেছে, আহমদীরা কাফির। গ্রামের চীফ বলেন, একথা শুনে আমি অবাক হই আর আমার খুব দুঃখও হয় যে, আহমদীরা কীভাবে কাফির হতে পারে? আর এরা যদি কাফির হয়, তাহলে তাদেরকে এই গ্রামে তবলীগ করার অনুমতি চীফ হিসেবে আমি-ই দিয়েছি। তাহলে আমি তো দ্বিগুণ কাফির হয়ে গেলাম। তাই রাতে আমি আল্লাহ্ তা'লার কাছে অনেক দোয়া করি। মানুষ বলে, আফ্রিকার মানুষ অশিক্ষিত, নির্বোধ। গ্রামে বসবাসকারী এই চীফ, খুব বেশি শিক্ষিতও হয়ত নন, কিন্তু খোদা তা'লার ভয় ছিল, আর সৎপ্রকৃতির মানুষ ছিলেন। তিনি বলেন, রাতে আমি অনেক দোয়া করি, আর আল্লাহ্ তা'লার কাছে দিক-নির্দেশনা চাইতে চাইতে ঘুমিয়ে পড়ি। এ কথাটি বড় বড় আলেমরা বুঝতে পারে না। এরপর তিনি শপথ করে বিবৃতি দিয়েছেন, রাতে আমি স্বপ্নে দেখি, প্রথমে আমার ঘরে আকাশ থেকে নক্ষত্র নেমে এসেছে, আর এর পিছনে পিছনে চন্দ্রও এসেছে। সেগুলোকে আমি কাছে থেকে দেখছি, কিন্তু তাতে কোন আলো নেই। এরপর হঠাৎ করে আকাশ থেকে এক শুভ্র পোশাকধারী ব্যক্তিত্ব আমার ঘরে প্রবেশ করেন। আর তিনি ঘরে প্রবেশ করা মাত্রই অর্থাৎ সেই ব্যক্তি গৃহে প্রবেশ করতেই চন্দ্র ও তারকারাজি বিস্ময়করভাবে আলোকোজ্জ্বল হয়ে যায়, আর পুরো ঘর আলোয় ঝলমল করতে থাকে। আর আমার হৃদয়ে একথা

প্রবলভাবে গেঁথে যায় যে, ইনি তো আহমদীয়া জামা'তের কোন সদস্য। আর আমি এগিয়ে গিয়ে তাকে প্রশ্ন করি, আপনি কী আহমদীদের মুবাল্লিগ, নাকি খলীফা? এরপর আমার ঘুম ভেঙ্গে যায়। তখন মুরব্বী সাহেব তাকে বিভিন্ন ছবি দেখান। এলবাম দেখাতেই তিনি তাৎক্ষণিকভাবে আমার ছবির উপর নিজের আঙুল রেখে বার বার কসম খেয়ে বলেন, আমি উনাকেই আকাশ থেকে আমার ঘরে অবতরণ করতে দেখেছি, আর তাঁর আগমনেই আমার ঘর আলোকোজ্জ্বল হয়ে গিয়েছিল।

এরপর গাম্বিয়া থেকে আমীর সাহেব লিখেন, সাম্বা মুম্বায়ে (Samba Mbayen) নামে একটি গ্রাম আছে। সেখানে যখন তবলীগ করা হয় এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আবির্ভাব সম্পর্কে অবহিত করা হয় আর তাঁর জামা'তভুক্ত হওয়ার জন্য বয়আতের শর্তাবলী পড়ে শোনানো হয়, তখন গ্রামের ঈমাম এবং গ্রাম-উন্নয়ন সংঘের সভাপতি স্পষ্ট ভাষায় বলেন, মহানবী (সা.) ইমাম মাহদীর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, আর আজ প্রথমবার তিনি ইমাম মাহদীর আগমন-বার্তা শুনছেন, আর আহমদীয়াতকে যখন থেকে দেখছেন, খুবই অভিভূত হয়েছেন। এরপর বলেন, কেবল আহমদীরাই সত্যিকার মুসলমান। কেননা, তাদের কাছে খিলাফতের শক্তি আছে, যা সবাইকে একই মালায় গেঁথে রেখেছে। আর যখন তাকে আমার সম্পর্কে অবহিত করা হয় এবং ছবি দেখানো হয়, তখন তিনি বলেন, এ ব্যক্তিকে আমি প্রতিদিন টেলিভিশনে দেখি। তখন সেখানে উপস্থিত সবাই, যাদের সংখ্যা ৩৫০ জনের মত হবে, বয়আত করে আহমদীয়াতভুক্ত হন। তিনি যখন তিনটি স্থানীয় ভাষায় কুরআনের অনুবাদ দেখেন, তখন বলেন, আহমদীয়াতই সত্য ইসলাম। অন্য কোন ফিরকা সেই সৌভাগ্য লাভ করে নি, যেমনটি আহমদীরা করছে। আর শেষে তিনি বলেন, তারা ইনশাআল্লাহ্ তা'লা আহমদীয়াতের উপর অবিচল থাকবেন এবং বিন্দুমাত্র পিছপা হবেন না। কেননা; সত্য ইসলাম এটিই, আর অন্য মৌলভীরা আমাদেরকে কেবল প্রতারিতই করে।

এরপর এই সফরে আখেন (Aachen)-এর সেই মসজিদের উদ্বোধন এবং হানাও (Hanau) মসজিদের উদ্বোধন উপলক্ষে স্থানীয় লোকেরা, যারা বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিল, রাজনীতিবিদও ছিল, ব্যবসায়ী ও শিক্ষকও ছিল এবং আরো অনেক শিক্ষিত নর-নারীও ছিল, তাদের অনেকেই নিজেদের মতামত ব্যক্ত করেছেন। আর একজন বলেছেন, অনেক আহমদীর সাথে আমার পরিচয় আছে, আর এ সুবাদে আমি মনে করতাম, আহমদীয়াত সম্পর্কে আমি অনেক কিছু বুঝি এবং জানি। যাকে তিনি এ কথা বলেছেন, তাকে বলেন, কিন্তু **তোমাদের খলীফার কথা শুনে আমার উপর যে প্রভাব পড়েছে, পূর্বে তা কখনো হয় নি**। এখন আমি ইসলামের প্রকৃত মর্ম বুঝতে পেরেছি, যা হৃদয়ে বাসা বেঁধেছে। কাজেই **এটি হল, খোদা তা'লার ফযল বা কৃপা, যা খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত**।

আমি তো এক দুর্বল মানুষ। আমার নিজের অবস্থা সম্পর্কে আমি সবিশেষ অবহিত, আমার তেমন কোন গুণ নেই। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা খিলাফতকে সমর্থনের এবং সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি

দিয়েছেন আর আল্লাহ্ অবশ্যই সত্য-প্রতিশ্রুতি দাতা। তিনি সর্বদা খিলাফতের সাহায্য ও সমর্থন করেছেন, আর ইনশাআল্লাহ্ তা'লা ভবিষ্যতেও করতে থাকবেন।

যেমনটি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)ও বলেছেন, এই দ্বিতীয়-কুদরত খোদা তা'লার হাতে প্রতিষ্ঠিত এবং তাঁর সাহায্য ও সমর্থনের বিকাশ আমরা সবসময় দেখি। অতএব, যারা নিজেদের ঈমানে দৃঢ় থাকবে, তারা আল্লাহ্ তা'লার নিদর্শন এবং সমর্থনের অভিজ্ঞতা লাভ করবে। অতএব, নিজেদের ঈমানকে দৃঢ় করতে থাকুন। আহমদীয়া খিলাফতের সাথে নিজেদের সম্পর্ক স্থাপন করুন, আর সেই দায়িত্ব পালনের প্রতিও মনোযোগী হোন, যার প্রতিশ্রুতি আল্লাহ্ তা'লা খিলাফতের নিয়ামতপ্রাপ্তদের দিয়েছেন। ইসলামের প্রথম যুগে খিলাফতের নিয়ামত বা খিলাফতরূপী নিয়ামত তখন বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল, যখন বস্তুবাদিতা প্রাধান্য লাভ করেছিল। ইনশাআল্লাহ্ তা'লা এখন এই কল্যাণরাজি আল্লাহ্ তা'লা অব্যাহত রাখবেন। তবে এই কল্যাণরাজি থেকে তারা বঞ্চিত থেকে যাবে, যারা ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দেয়ার অঙ্গীকার রক্ষা করবে না। যদি তারা সেসব শর্ত না মানে, যা আল্লাহ্ তা'লা খিলাফতের নিয়ামতের সাথে সম্পৃক্ত করে রেখেছেন, তাহলে তারা বঞ্চিতই থাকবে। আল্লাহ্ তা'লা খিলাফতের মাধ্যমে ভয়কে নিরাপত্তায় পরিবর্তনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কিন্তু এই প্রতিশ্রুতি তাদেরকেই দিয়েছেন, যারা যথাযথভাবে আল্লাহ্‌র প্রাপ্য অধিকার প্রদান করবে। আর আল্লাহ্‌র প্রথম প্রাপ্য হল, يَعْبُدُونَنِي (সূরা আন্ নূর: ৫৬) তারা আমার ইবাদত করবে। অতএব, এই নিয়ামত থেকে যদি লাভবান হতে হয়, তাহলে খোদার ইবাদতের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করুন। পাঁচবেলা নিজেদের নামাযের সুরক্ষা করুন, আর যথাযথভাবে নামায পড়ার প্রতি মনোযোগী হোন। এরপর বলা হয়েছে, لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا (সূরা আন্ নূর: ৫৬) তারা কোন কিছুকে আমার সাথে শরীক করবে না।

অতএব, এ পৃথিবীতে, যেখানে মানুষের বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ রয়েছে, আর বিশেষ করে এই উন্নত বিশ্বে, যেখানে বস্তুবাদিতার ক্ষেত্রে বা বস্তুবাদিতার পিছনে মানুষ হন্যে হয়ে ছুটছে, কোন কোন মানুষ পার্থিব এই বিষয়াদিকে আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশের উপর প্রাধান্য দিতে শুরু করে বা দিয়ে থাকে। আর জাগতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য **মিথ্যারও আশ্রয় নিয়ে থাকে। এটিও এক প্রকার শির্ক। অতএব এমন মানুষ সত্যিকার অর্থে খিলাফতের মাধ্যমে** লাভবান হতে পারে না। এখান থেকে, অর্থাৎ জার্মানী থেকে আমাকে একজন চিঠি লিখেছে, তার এক যেরে-তবলীগ বন্ধু হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সত্যতার সমস্ত যুক্তি-প্রমাণ মেনে নিয়েছেন। এরপর সেই আহমদী যখন তার বন্ধুকে বলল, বয়আত করে জামা'তভুক্ত হয়ে যাও, তখন সে এই বলে কথা আরম্ভ করে যে, আমি অনেক আহমদীকে চিনি, যারা আমার চতুষ্পার্শ্বে আমার কাছাকাছিই রয়েছে, যারা করও ফাঁকি দেয় আর মিথ্যারও আশ্রয় নেয়। এছাড়া আরো অনেক অপকর্মেও জড়িত, অথচ আমি সেসব অন্যায় কাজ করি না। আমি পুরো কর দেই। যদি ট্যাক্সি চালাই, তাহলে তার অর্থও পুরোপুরি পরিশোধ করি। তাই তাদের চেয়ে আমি ভালো। এবার বল, কীভাবে আমি তাদের দলভুক্ত হতে

পারি? যদিও তোমাদের বিশ্বাসের সাথে আমি একমত। তার এই উত্তর অবশ্য ভুল, আল্লাহ্ তা'লা এবং তাঁর রসূলের নির্দেশ না মেনে সে অপরাধী হয়ে গেছে। আল্লাহ্ তা'লা তাকে এ কথাই বলবেন যে, তোমার কাছে যখন সত্য স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল, তখন গুটিকতক মানুষকে দেখে তুমি কেন তা অস্বীকার করলে? আমার নির্দেশ তুমি কেন মানলে না? কিন্তু এমন আহমদীরাও নিজেদের ভ্রান্ত আচরণের মাধ্যমে দ্বিগুণ পাপ করছে। তারা নিজেরাও আল্লাহ্ তা'লার কৃপা থেকে বঞ্চিত থাকবে এবং থাকছে, আর অন্যদেরকেও দূরে ঠেলে দিচ্ছে। আর এমন লোকদের সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, **এরা আমাদের প্রতি আরোপিত হয়ে আমাদের দুর্নাম করছে।**

ধর্মসেবাও শুধুমাত্র খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত থাকার মাঝে নিহিত

অতএব, যারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর নামের অবমাননা করছে বা দুর্নাম করছে, তারা তাঁর প্রবর্তিত খিলাফতের কল্যাণ থেকে কীভাবে অংশ পেতে পারে? তাই এমন মানুষদের আত্মবিশ্লেষণ করা উচিত। একইভাবে, কর্মকর্তা এবং **পদাধিকারীদেরও আমি একথাই বলব, আপনাদের কাজে যে আশিস রয়েছে** বা আল্লাহ্ তা'লা আপনাদেরকে কাজ করার যে সুযোগ দিচ্ছেন, **এটি কেবল এবং শুধুমাত্র খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ততার কল্যাণে**। এটি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কেউ এক কানা-কড়ি কাজও করতে পারে না। কেউ যদি কোন কোন কাজের ভাল ফলাফলকে জাগতিক জ্ঞান ও মেধা এবং পরিশ্রমের ফসল মনে করে, তাহলে এটি তার আত্মপ্রসাদ নেওয়ার নামান্তর। খিলাফত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ধর্মের নামে কৃত কাজে বিন্দুমাত্র আশিস বা কল্যাণ থাকতে পারে না। আমি যেমনটি বলেছি, যারা বিচ্ছিন্ন হয়েছে, তারা পরিণামও দেখেছে। প্রতিনিয়ত তাদের সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে, তাদের কেন্দ্রীয় ভাবমূর্তি লোপ পেয়েছে, তাদের ব্যবস্থাপনা অসহায় হয়ে পড়েছে। অতএব, খিলাফতের প্রতি ভালোবাসা এবং আনুগত্যই খোদার কৃপাকে আকর্ষণ করছে এবং উত্তম ফলাফল প্রকাশ পাচ্ছে। কেননা, এটি খোদা তা'লা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থাপনা। তাই এখন ধর্মের উন্নতির জন্য সকল চেষ্টা-প্রচেষ্টাকে তিনি খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন।

যুগ খলীফার কথা শোন

অতএব, কোন পদাধিকারীর হৃদয়ে যদি ব্যক্তিস্বার্থ সৃষ্টি হয় তাহলে তার ইস্তেগফারের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করা উচিত। অতএব, আহমদীয়া জামা'তের উন্নতির ক্ষেত্রে আলেমদের জ্ঞানও কার্যকর কোন কিছু করছে না, আর বুদ্ধিমানদের বুদ্ধিমত্তাও কোন কাজ করছে না, আর জাগতিক জ্ঞানীদের জ্ঞান ও নৈপুণ্যও কোন কাজ করছে না। যদি কোন ধর্মীয় জ্ঞানী, কোন বুদ্ধিমানের বুদ্ধি, জাগতিক জ্ঞানে সমৃদ্ধ কোন ব্যক্তির জ্ঞান এবং কোন দক্ষ ব্যক্তির নৈপুণ্য জামা'তের কাজে অস্বাভাবিক ফলাফল সৃষ্টি করছে, তাহলে তা শুধুমাত্র খোদার অনুগ্রহ এবং খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ততার কল্যাণেই হচ্ছে। কেননা, এই সম্পৃক্ততার কারণেই খোদা তা'লার এসব ফলাফলের প্রতিশ্রুতি রয়েছে আর তা-ই তিনি তা দান করছেন। জগতপূজারী বা বস্তুবাদিতার ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে জ্ঞান, বুদ্ধি বা নৈপুণ্য কাজে আসতে পারে, কিন্তু জামা'তের সদস্যদের উত্তম ফলাফল

লাভের জন্য বিশেষ করে জামা'তী কাজের জন্য, নিজেদেরকে অবশ্যই খিলাফতের অধীনস্ত করে রাখতে হবে।

একইভাবে আলেমদেরও দায়িত্ব হবে, এমন মানুষ, যারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে মেনেছে অর্থাৎ নতুন বয়আতকারী, যুবসমাজ আর শিশু-কিশোর, যাদের খিলাফতের সাথে সত্যিকার সম্পর্কের ধারণা নেই, তাদেরকে এ সম্পর্কে অবহিত করুন এবং বলুন। একইভাবে পদাধিকারীদেরও এটি দায়িত্ব। কোন কোন পদাধিকারী এমন আছেন যারা নির্বাচনের মাধ্যমে কর্মকর্তা হয়ে যান ঠিকই কিন্তু ধর্মের কিছুই তারা জানে না। তারা নিজেদের 'পদ'কেও জাগতিক পদের মতই মনে করে। আমার সামনে যখন কেউ কেউ বলে, আমার কাছে অমুক 'পদ' আছে **তখন আমি সবসময় তাদের এ কথাই বলি যে, 'পদ' বলো না বরং বল যে অমুক বিভাগে সেবা করছি**। আর আল্লাহ্ তা'লা যদি ধর্ম সেবার সুযোগ দিয়ে থাকেন, তাহলে নিজেদের ধর্মীয় জ্ঞান বৃদ্ধিরও চেষ্টা করুন। নিজেদের বিশ্বস্ততা, আন্তরিকতা এবং তাকওয়ার মানও উন্নত করুন এবং খিলাফতের সাথে নিজেদের সম্পর্ককে আরো নিবিড় করুন। এমন পদাধিকারীও আছে বা হয়ে থাকে যারা নিজেদের গুরুত্বের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণের সর্বাত্মক চেষ্টা করে যে, আমরা জামা'তের কর্মকর্তা, কিন্তু খিলাফত সম্পর্কে মনে করে, বছরে একবার খিলাফত দিবস উদযাপন করেই আমাদের দায়িত্ব পালন হয়ে গেছে। আমি পূর্বেও একবার হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর বরাতে বলেছিলাম, খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ততার বিষয়ে জামা'তের যতটা গুরুত্ব দেয়া উচিত ততটা গুরুত্ব দেয়া হয় না। আমার বলার পর এখন বিভিন্ন জলসায় বক্তৃতার পালা শুরু হলেও এ কথাকে হৃদয়ে বদ্ধমূল করা একান্ত আবশ্যক যে, **যুগ খলীফার কথা শোন এবং সেগুলো মেনে চলার চেষ্টা কর।** খিলাফতের সাথে নিজেদের সম্পর্ক উত্তরোত্তর সুদৃঢ় কর। যারা এ বিষয়টি বুঝে তারা নিজেদের বাস্তব জীবনেও অসাধারণ পরিবর্তন অনুভব করে।

সম্প্রতি কানাডা থেকে শতাধিক এবং আমেরিকা থেকে দু'শতাধিক বিভিন্ন বয়সী খোদ্দাম আমার সাথে সাক্ষাতের জন্য লন্ডনে আসে। তাদের মাঝে নবাগত আহমদীরাও অন্তর্ভুক্ত ছিল। তারা এখানে তিন দিন অবস্থান করে। **এরপর তাদের ভাবাবেগ এবং অভিব্যক্তি সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল। তাদের মাঝে অদ্ভুত নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততা** প্রকাশ পাচ্ছিল যা দেখে এবং শুনে অবাক হতে হয়। আর ফিরে গিয়েও তারা এমন আবেগ-অনুভূতিই প্রকাশ করেছে এবং নিজেদের বাস্তব জীবনে পরিবর্তনের কথা বলেছে, আর এই অঙ্গীকার করেছে যে, আমরা রীতিমত নামায পড়ব। এই অঙ্গীকারও করেছে যে, জামা'তের সাথে রীতিমত সম্পৃক্ত থাকব। আরো অঙ্গীকার করেছে, খিলাফতের সাথে নিজেদের সম্পর্ককে উত্তরোত্তর সুদৃঢ় করব। এর পূর্বে খিলাফতের সাথে সম্পর্কের ব্যাপারে তাদেরকে অতটা জানানোও হয় নি আর তাদের অভিজ্ঞতাও ছিল না। নিঃসন্দেহে ব্যক্তিগত সাক্ষাতে পারস্পরিক সম্পর্ক এবং ভালোবাসার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় বা সৃষ্টি হয়, তবে বিভিন্ন ঘটনার মাধ্যমে আলেম এবং পদাধিকারীগণ যদি মাঝে মধ্যে জামা'তের অনুষ্ঠানাদিতে খিলাফতের গুরুত্ব সম্পর্কে বর্ণনা করতে থাকেন তাহলে ঈমানে অধিক

দৃঢ়তা এবং প্রভা সৃষ্টি হয়। ওহ্‌দাদারগণ খিলাফতের প্রতিনিধিত্বের নামে নিজেদের গুরুত্ব তো ফলাও করে প্রচার করতে চান, যেখানেই কোন ওহ্‌দাদার দাঁড়াবে সে বলবে, আমি খিলাফতের প্রতিনিধি। আর এসব ওহ্‌দাদারের মাঝে পুরুষও রয়েছে আর লাজনার প্রেসিডেন্টরাও রয়েছে এবং অন্যান্য পদাধিকারীরাও রয়েছে, কিন্তু খিলাফতের সাথে সম্পর্ককে তারা সেভাবে মন-মস্তিষ্কে গেঁথে নেয় নি যেমনটি নেওয়া উচিত। **এসব পদাধিকারী যদি খিলাফতের গুরুত্ব এবং এর সাথে সম্পর্ককে সুদৃঢ় করার জন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা করে** তাহলে এসব পদাধিকারীর গুরুত্ব আপনা-আপনি-ই বৃদ্ধি পাবে। অতএব, এটি আলেমদের দায়িত্ব, আর এতে সবাই অন্তর্ভুক্ত, তা আপনি মুরব্বী হন বা ওহ্‌দাদার হন বা ধর্মীয় জ্ঞানে জ্ঞানীই হো+ন না কেন, আপনারা যুগ-খলীফার জন্য সাহায্যকারী হাতে পরিণত হোন। নিজেদের কর্ম এবং আমলকেও যুগ-খলীফার অধীনস্ত করুন আর অন্যদেরও নসীহত করুন। এই ধারণা ভুল যে, একবার বললেই হয়ে গেল। এই নসীহত এবং সম্পর্ক দৃঢ় করার কথা বারবার বলা উচিত।

এই প্রেক্ষাপটে একটি খুতবায় **হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) মুরব্বী এবং আলেমদের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ** নসীহত করেছিলেন। তিনি বলেন, প্রত্যেক মু'মিন, যে ধর্মের জন্য মর্মবেদনা আর জামা'তের প্রতি নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা রাখে, আর যে চায়, খোদার জামা'ত সুনামের সাথে জগতে প্রতিষ্ঠিত থাকুক, আর ইসলাম পুনরায় সেই সম্মান ফিরে পাক যা মহানবী (সা.)-এর যুগে লাভ হয়েছিল, আর এ কাজের জন্য হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সকল উদ্যোগ ও চেষ্টা বৃথা না যাক, তাহলে তার জন্য আবশ্যক হল, খলীফার সাথে দিবারাত্র সহযোগিতা করে সেই কাজে ঝাঁপিয়ে পড়া, যেন চিন্তা-চেতনার ক্ষেত্রেও জামা'তের সংশোধন হয়ে যায়। এমন লোকদের জন্য আবশ্যক হবে, বিয়ের সময় যেভাবে মানুষ নিজেদের ঝুলি বিছিয়ে দেয়, (কোন কোন জায়গায় এমন প্রচলন আছে, খেজুর বিতরণ করা হয় আর অনেক সময় মানুষ ঝুলি বা কাপড় বিছিয়ে দেয়) যেন তাতে খেজুর পড়ে, একইভাবে খলীফা যখন জামা'তের সংশোধনের জন্য কিছু বলেন তখন তা হৃদয়ঙ্গম করুন এবং জামা'তের সদস্যদের সামনে তা বারংবার পুনরাবৃত্তি করুন, যাতে সবচেয়ে স্থূল বুদ্ধির মানুষটিও তা বুঝতে পারে এবং ধর্মের উপর সঠিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পথ খুঁজে পায়। **(খুতবাতে মাহমুদ, ১৮তম খণ্ড, পৃ: ২১৪-২১৫)**

আল্লাহ্ তা'লা **জামা'তের সদস্যদেরও, আর আলেম ও কর্মকর্তাদেরও** তৌফিক দিন, তারা যেন খিলাফতের কথাগুলো শুধুমাত্র শ্রবণকারীই না হয় বরং এর উপর আমলকারীও হয়। খিলাফত দিবসে কেবল বিশ্বস্ততার বহিঃপ্রকাশ করে এবং খিলাফত দিবসের মোবারকবাদ জানিয়ে তারা যেন একথা মনে না করে, দায়িত্ব পালন হয়ে গেছে। আল্লাহ্ করুন! আমরা যেন আল্লাহ্ তা'লার ইচ্ছানুযায়ী খিলাফতরূপী নিয়ামতের মূল্যায়নকারী হই।

(সূত্র: আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১৯-২৫শে জুন, ২০১৫, ২২তম খণ্ড, ২৫তম সংখ্যা, পৃ. ৫-৮)

কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনূদিত।